দৈনিক ইত্তেফাক 036

তারিখ 06 APR 1987
পৃষ্ঠা ২ কলাম ।

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

পরীক্ষা ও দুর্নীতি

"সরকার পরীক্ষা কেন্দ্রকে কোনো অবস্থাতেই নকলের কেন্দ্র হইতে দিবেন না।" সরকারী এই ঘোষণা ও অভয়-বাণীর পাশাপাশি পত্রিকান্তরে প্রকাশিত পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা প্রহসনে পরিণত হওয়ার যে সচিত্র প্রতিবেদনটি ছাপা হইয়াছে তাহা আর যাহাই হউক, এই সরব ঘোষণার সহিত মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উল্লেখিত ঘোষণা ও খবরটির মধ্য দিয়া যাহা বাহির হইয়া পড়িয়াছে তাহা আসলে কর্তা-ব্যক্তিদের ঘোষণা ও বাস্তব অবস্থার মধ্যে বিরাজমান ফারাকেরই আরেকটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। বলা বাহুল্য, এই অবস্থা যেমন পরীক্ষা বা শিক্ষাক্ষেত্রে চোখে পড়ে, তেমনি চোখে পড়ে সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও। ইহাতে আরো প্রমাণিত হয় যে, কথা ও কাজের মধ্যে আজ মিলের নিতান্তই অভাব। মনে হয় সমাজ-জীবনে আজ যে পুঞ্জীভূত সমস্যা ও সংকট তাহারও একটি বড়ো কারণ ইহাই।

পরীক্ষায় দুর্নীতি কোনো নতুন ঘটনা নয়। পত্রিকায় এ সম্পর্কিত যে সচিত্র খবরটি ছাপা হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায়, পরীক্ষা ইতিমধ্যেই '৭২-৭৩ সালের মতই প্রহসনে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই ঘটনার চাইতেও যাহা আমাদের অধিক বিচলিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তাহা হইতেছে নকলের দাবীতে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা বর্জন। অবশ্য পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতি বা নকলবাজির জন্য সব দোষ তরুণ শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে চাপানো বাস্তব অবস্থাকে পাশ কাটানোরও সামিল। আজ পরীক্ষা কেন্দ্রে যাহা ঘটিতেছে তাহা সমাজ-জীবনের সর্বস্তরে বিরাজমান অবক্ষয় ও দুর্নীতিরই আরেকটি বহিঃপ্রকাশ। তরুণ শিক্ষার্থীরাও এই সমাজেরই বাসিন্দা। আজ তাহাদের পিতামাতা, অভিভাবক ও গুরুজনদের মধ্যে যে স্খলন, পতন ও বিচ্যুতি তাহারা প্রতি মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করিতেছে, তাহার পর কেবল তাহাদের নিকট হইতে আদর্শ কিছু আশা করা নিরর্থক। পরীক্ষাকেন্দ্র এই দেশ ও সমাজের বাহিরের কোনো স্থান নয়। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে পচন ও অবক্ষয় এভাবে প্রকট হইয়া উঠিলে পরীক্ষাকেন্দ্র তাহার সংক্রমণ হইতে পুরাপুরি রক্ষা পাইবে এমন আশা করা দুরাশা মাত্র।

তাহার পরও বলিতে হয়, জীবনের এমন দুই-একটি ক্ষেত্র বা জায়গা আছে যাহাকে আমরা পবিত্র, সৎ ও আদর্শরূপে দেখিতে চাই ঃ শিক্ষা ও পরীক্ষা-ব্যবস্থা তাহার মধ্যে একটি। বলিতে হয়, এই প্রত্যাশাটি কিঞ্চিৎ অধিক আদর্শায়িত ও ভাববাদী চিন্তার ফল। শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থাকে বিশুদ্ধ ও কলুষ মুক্ত পাইতে হইলে সমাজকেও পাপ-পঙ্কিলতা, দুর্নীতি ও নৈতিক অধঃপতন হইতে মুক্ত হইতে হইবে। সার্টিফিকেট-সর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা—যেখানে জাল সার্টিফিকেটের ব্যবস্থার খবর পর্যন্ত পত্রিকায় ছাপা হয়, সেখানে পরীক্ষায় নকল দেখিয়া বিচলিত হওয়া অর্থহীন। যেনতেন প্রকারে পরীক্ষা পাস ও সার্টিফিকেট সংগ্রহই যে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে তাহাও আজ খোলা মনে স্বীকার করাই ভালো। আমরাও চাই পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি সত্যিকার পরীক্ষা-কেন্দ্র হইয়া উঠুক এবং শিক্ষা ও পরীক্ষা দুর্নীতির অভিশাপ হইতে মুক্ত হউক। কিন্তু তাহার জন্য কেবল ঘোষণা বা প্রত্যাশাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন বাস্তব ভিত্তিক জীবনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা—যাহা শিক্ষার্থীদের কেবল সার্টিফিকেট সংগ্রহে প্ররোচিত না করিয়া প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের পথে উদ্বুদ্ধ করে এবং সেই জ্ঞান পরবর্তীকালে জীবনের ক্ষেত্রেও কাজে লাগে।